ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০২ ● কলকাতা ● ১৬ পৌষ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০২ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

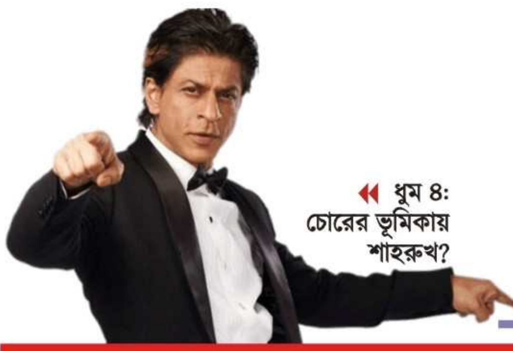

ধুম ৪: চোরের ভূমিকায় শাহরুখ?

পৃঃ ৫

সহসা অবসরের ভাবনা নেই, রোনালদোর লক্ষ্য এবার '২৫০' ম্যাচ

পৃঃ ৬

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলিশ প্রশাসন আছে, সরকারও চলছে। তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা তো দূরের কথা কাগজের সম্পাদক পরিবার নিরাপত্তা নেই। এটাই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার বাস্তব চিত্র। পুলিশ প্রশাসন বলছে যে নিরাপত্তা আমরা সব মানুষকে দিই তাহলে কেন কাগজের সম্পাদক আজও নিরাপত্তা পেলেন না। ক্যানিং মহকুমার পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস সম্পাদক কে জানিয়েছে যে তাদের নিরাপত্তা বিষয়ে খুব বেশি কিছু করার নেই, তাদের কাছে নিরাপত্তা দেওয়ার পর্যাপ্ত পুলিশ নেই। প্রশ্ন হল তাহলে কি মানুষ খুন হয়ে যাওয়ার পরেই নিরাপত্তা পাবে। তাই নতুন বছরে সম্পাদক কাউকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই নি। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সত্যের কথাতে স্পষ্ট জানিয়েছেন

মৃত্যুঞ্জয় সরদার একদিকে জাতীয় স্তরের বেশ কিছু সাংবাদিক সংগঠনের মাথা রাজ্যের, অন্যদিকে চলচ্চিত্র জগতে বেশ কিছু স্বল্প চিত্রের পরিচালক। এছাড়াও বর্তমানে তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক, নিউজ সারাদিন নামে দৈনিক একটি পোর্টালের মালিক। বর্তমানে

এরপর ৩ পাতায়

জন্মদিন থেকে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি,

প্রতিষ্ঠা দিবসে গুচ্ছ কর্মসূচি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৬ পেরিয়ে সাতাশ বছরে পা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। আজ, পয়লা জানুয়ারি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরে দিনভর কর্মসূচিতে থাকছে শাসকদল। প্রথম কর্মসূচি দলের সদর দপ্তর তৃণমূল ভবনে। বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটানে দলের সেই দপ্তরে সকালে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে যার সূচনা করবেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ।এছাড়া সোমবার থেকে একপ্রকার লোকসভা ভোটের আঁচ গায়ে লাগতে শুরু করবে। রাজনৈতিক মহলে যা নিয়ে আলাদা প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যাবে। নতুন বছরেই নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ৭ তারিখ তাঁর নিজের কেন্দ্রের কর্মসূচি রয়েছে। একইভাবে দলের প্রত্যেক সাংসদ, বিধায়ক ও দলের অন্যান্য নেতারা কর্মসূচি করবেন। বাংলাজুড়ে এই কর্মসূচি চলবে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই।দেবেন বক্তৃতাও। শ্রদ্ধা জানানো হবে বাংলার মনীষীদের প্রতিকৃতিতে। সেই সঙ্গে এই দিনটি নতুন করে দলের শপথ নেওয়ার দিন। নতুন লড়াইয়ের অঙ্গীকারের দিন।

এর পাশাপাশি নিয়মমাফিক হাসপাতালে রোগী ও দুস্থদের ফল বিতরণ কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের। এই কর্মসূচি রাজ্যজুড়ে দলের প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে পালন করার কথা বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি। ১ জানুয়ারির সঙ্গে সঙ্গে এক মাসব্যাপী কর্মসূচি রয়েছে শাসকদলের -এই দিনগুলিকে সামনে রেখে পরপর টানা কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের। মনে করা হচ্ছে, এই দিনগুলিতে নির্দিষ্ট কর্মসূচি থেকে বাংলার মনীষীদের স্মরণ করে বিজেপির কেন্দ্রীয়

এরপর ৩ পাতায়

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রী সমীরেশ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে গীতা যজ্ঞে বিজেপির মুখপাত্র স্বরূপ চ্যাটার্জি ও কবির রানা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী তিন বছর বয়স থেকে তিনি মাটির মূর্তি বানাতেন। মাটির ছোট গুনা নিয়ে চাল ফুটিয়ে কালী মাকে ভোগ দিতেন পূজা করতেন। ছোট বালকের অবাক করা কাণ্ড দেখে প্রতিবেশীরা সভায় বিস্মিত হয়ে যেতেন। খেলার বন্ধু রাজু, বিশ্বজিৎ, হায়দার সঙ্গে ধ্যান ধ্যান ও খেলতেন। একদিন খেলার সাথী সমবয়সী বন্ধু বিশ্বজিৎকে শ্রী সমীরের ওই চার বছর বয়সে শক্তি মন্ত্র দীক্ষা দিলেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বার্ত লাগলো তার ভক্ত অনুগামী সংখ্যা। গ্রীস্মের জলশত্র শিবিরের মাধ্যমে পানীয় জল বিতরণ, মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে সর্বদাই, একদিন ভক্তদের মাঝে ধর্ম কথা বলতে বলতে বালক ঠাকুর বলেন আমি এমন এক সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করব যা বাংলা নয়, ভারত নয়, বিশ্বকে দিশা ও পথ দেখাবে। তার নাম হবে বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ । সত্যিই আজ তিনি বিশ্বের সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার কাছে আশীর্বাদ নিতে ছুটে এসেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ,দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

এরপর ৩ পাতায়

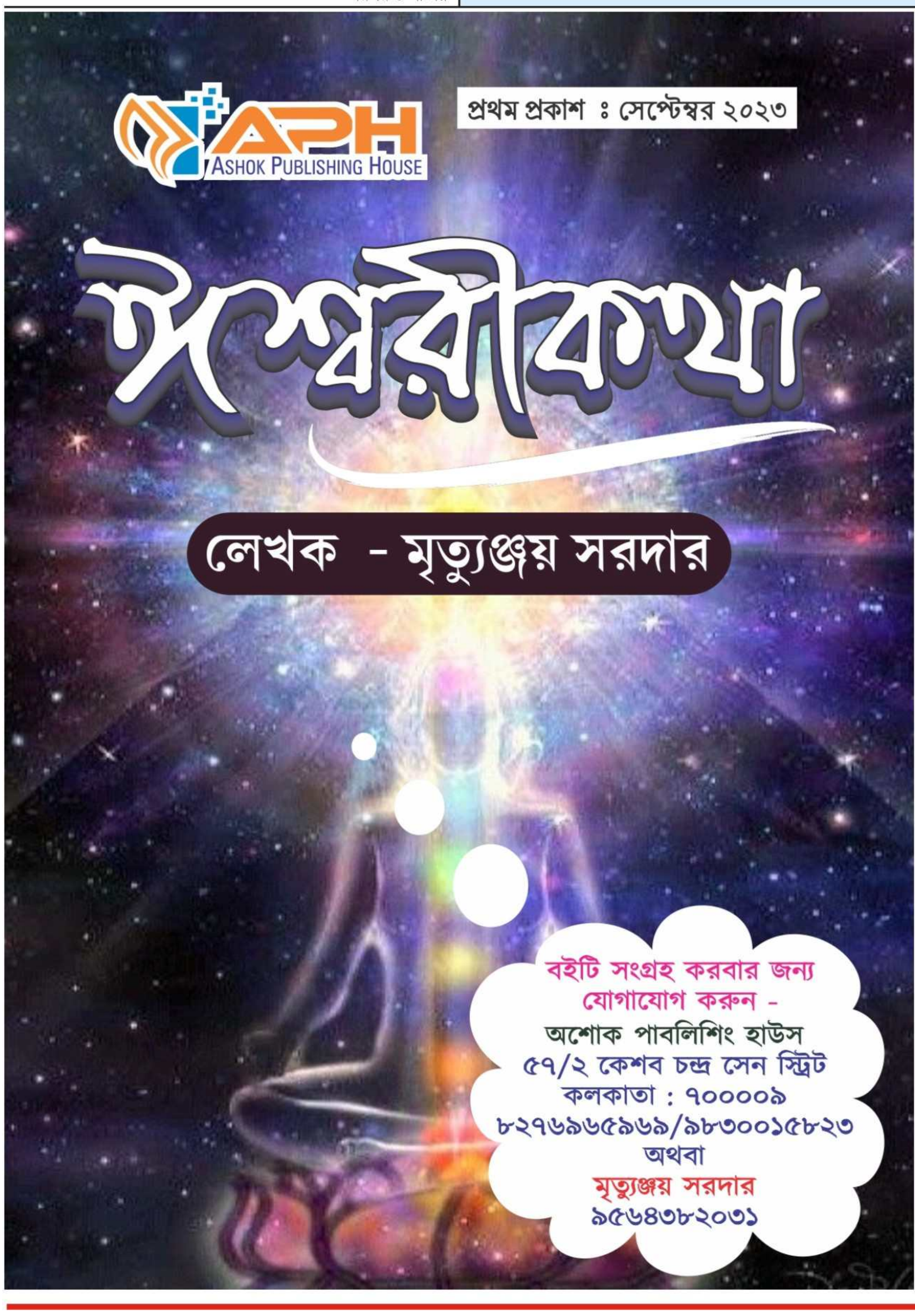

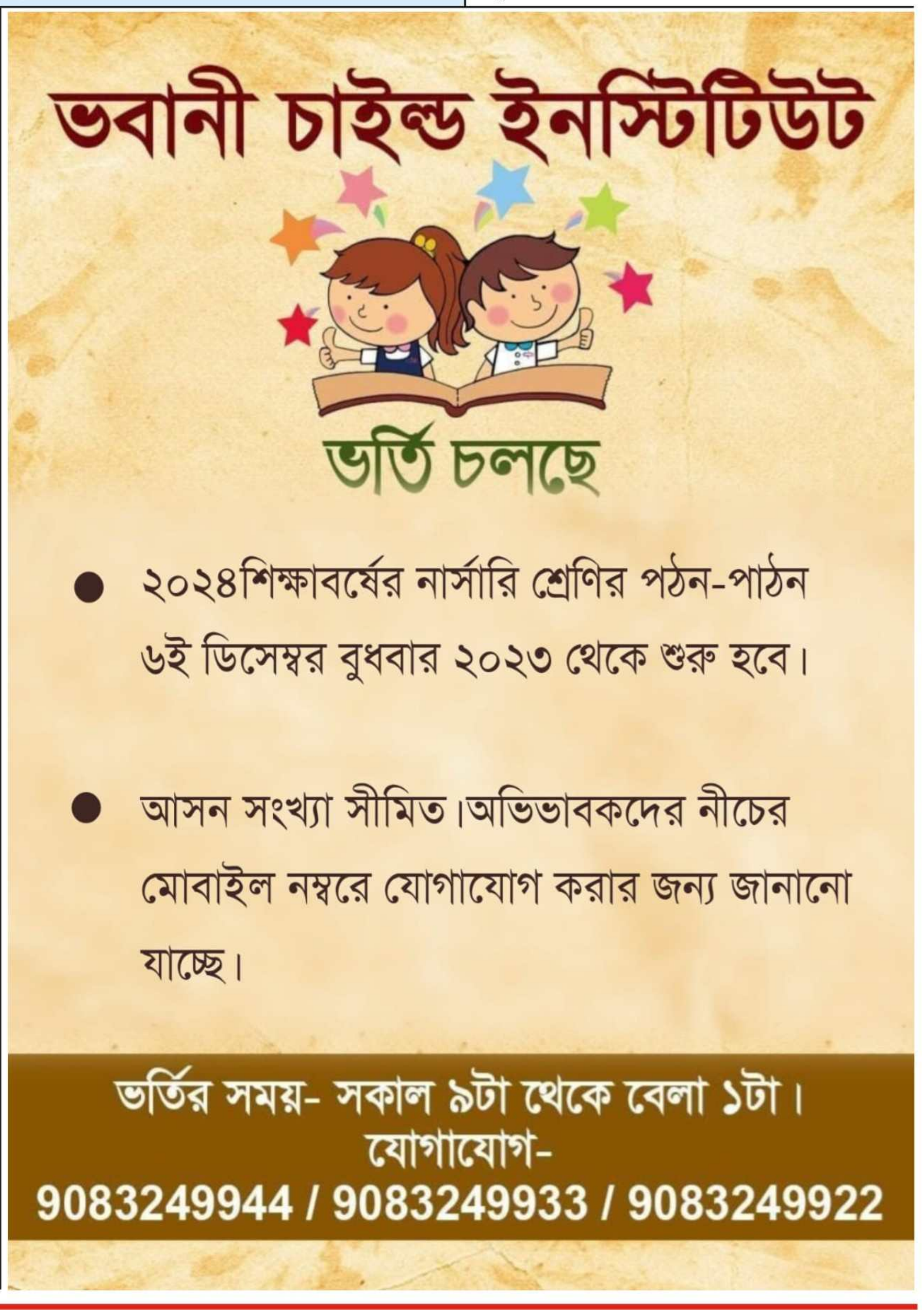

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে নবদ্বীপের পৌরপতি বললেন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী পদে মমতা ব্যানার্জিকে পাঠাতে হবে

নবদ্বীপ,- নদীয়া : নিউজ সারাদিন : ১লা জানুয়ারি ২০২৪,সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের নবদ্বীপের প্রধান কার্যালয় শহরের উত্তরাঞ্চল প্রাচীন মায়াপুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই দিনটিকে উদযাপন করা হলো। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নবদ্বীপের বিধায়ক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পুন্ডরি কাক্ষ সাহা ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন নবদ্বীপ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবদ্বীপ পৌরসভার ন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্যামাপ্রসাদ পাল,পতাকা উত্তোলনে সহযোগিতা করেন নদীয়া দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা।

এরপর নবদ্বীপ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রয়াত সভাপতি প্রাক্তন পৌরপতি জীবন কৃষ্ণ সাহার মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রয়াত নেতা জীবন কৃষ্ণ সাহা পত্নী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মাননীয়া পুরোমাতা শিলা সাহা, বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ নবদ্বীপ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধিগণ ও তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এটা জীবনকৃষ্ণ সাহার মূর্তিকে মাল্যদানের পর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভারতবর্ষের বিভিন্ন ট্যাবলো সহকারি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এদিনের শোভাযাত্রায় নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের অসংখ্য কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ অংশ গ্রহন করে। জানাযায়, তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আজ থেকে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুর দলীয় কার্যালয়ের সামনে। মঙ্গলবার সকালে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন সকালে শোভাযাত্রা শুরুর আগে নবদ্বীপের পৌরপতি তথা নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন মাননীয়া মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তার আদর্শে নবদ্বীপের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মানুষের পাশে থেকে আন্দোলন করবে দেশের অশুভ শক্তি বিজেপির বিরুদ্ধে। আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের মসনদ থেকে অশুভ শক্তিকে টেনে নামিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাই দেশের মানুষ সেই লক্ষ্যেই তারা বিভিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। শুভ নববর্ষে সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা ভাল থাকার আহ্বান জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার অনুরোধ জানান।

নবদ্বীপ শহরের পাশাপাশি নবদ্বীপ ব্লকে ও এই দিনটি খুব মর্যাদার সহিত পালন করা হয়েছে বলে জানান নবদ্বীপ ব্লক সভাপতি কল্লোল কর। তিনি আরো বলেন মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জনসাধারণের সঙ্গে শান্তির বার্তা নিয়ে এগিয়ে যাবে। দলের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত পঞ্চায়েতে বুথ ভিত্তিক আজকে দলীয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। দলের সমর্থ্য অনুসারে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সমাজ মূলক কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের একটাই লক্ষ্য ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন।

নবদ্বীপ চর ব্রক্ষনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন দেবনাথ জানান আজকের দিনে আমরা বিশেষ কিছু সমাজ সেবামূলক কাজ কর্মসূচি রেখেছি। এলাকার দুস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ , সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, প্রবীণ বয়স্কদের সংবর্ধনা।

বাবলারি পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ জানান জাতীয় এবং দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে গুরুজনদের পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা, এলাকায় পদযাত্রা এবং সন্ধ্যায় অতিথি আপ্যায়নের মাধ্যম দিয়ে আমরা এই দিনটি উদযাপন করছি। আমাদের পঞ্চায়েতের সাতটি বুথে দলীয় কর্মীরা জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করে আজকের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছে।

বামনপুকুর দু নম্বর পঞ্চায়েতের ইদ্রাকপুর গ্রামে ৬দিন ব্যাপী চলছে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মমতা না থাকলে কী হবে বাংলার,

জানিয়ে দিলেন সুদীপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সেই দলের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস । ১৯৯৮ সালে এই দিনেই তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দেন বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালের মে মাস থেকে তিনিই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করে চলেছেন ।এটা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, দেশজুড়ে এখন বাংলার পরিচিতি হয়েই গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য হিসাবে। দেশের সর্ব শক্তিমান, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী নরেন্দ্র মোদিও সর্বশক্তি দিয়ে নেমেও মমতাকে না হারাতে পেরেছেন, না তাঁর রাজ্যের দখল নিতে পেরেছেন। মমতার এই ক্ষমতাকে সমীহ করেন বিজেপির আদি নেতাদের পাশাপাশি সঙ্ঘের নেতারাও। মুখে হাজারো বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপির নেতারা, কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন মোদি সরকার বাংলার উন্নয়নে মমতার সরকারের একের পর এক সাফল্যে স্বীকৃতি দিতে বাধ্যও হচ্ছে। আবার দেশের বিজেপি বিরোধী জোট ওঘউওঅ-তেও মমতার দাপট ও গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে। সোনিয়া গান্ধি রাহুল গান্ধিরা মমতাকে সর্বোচ্চ ও বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে চলেছেন। এমনকি তাতে অপর কেউ শরিক নেতা চটে যাবেন কিনা তাও তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না। স্বাভাবিক ভাবেই এই মমতা না থাকলে বাংলাকে হয়তো সত্যিই ছাগলের ৩ নম্বর বাচ্চা হয়ে দুধ খাওয়ার জন্য গুঁতোগুঁতি করতে হবে আগামী দিনে ।দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সেই জননেত্রী তথা বাংলার অভিভাবিকা না থাকলে কী হবে তা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। যা জানালেন তা নিয়ে এখন রীতিমত চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, মমতা ভিন্ন যে তৃণমূলের বা বাংলার কোনও ভবিষ্যত নেই সেটা কার্যত বুঝিয়ে দিলেন সুদীপ ।ঠিক কী বলেছেন উত্তর কলকাতার এই বর্ষীয়ান সাংসদ? এদিন দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের এক অনুষ্ঠানে সুদীপ জানিয়ে দেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে বাংলা ছাগলের তৃতীয় সন্তান হয়ে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন বলেই দেশের রাজনীতিতে বাংলা আলোচনায় আছে। এত বড় দেশ, ২৯টি রাজ্য, ১৩৪ কোটির দেশ। এই দেশে রাজনীতির যা পরিবেশ, এই পরিবেশে বাংলাকে সবসময় আলোচনায় প্রথমে রাখতে হয়, কারণ বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিতে আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন থাকবেন না, আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলে, দেশের রাজনীতির যা গতিপ্রকৃতি, বাংলা ছাগলের ৩ নম্বর বাচ্চা হয়ে গিয়ে মায়ের দুধ খাওয়ার জন্য পাশ থেকে গুঁতোবে।' কার্যত সুদীপের এই দাবি ঘিরেই এখন চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে ১লা জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে আমাদের কলকাতা অফিস ১৯ডি জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করার জন্য ধন্যবাদ।

সম্পাদক

প্রতিষ্ঠাতা দিবসে ব্লক সভাপতির হাত ধরে

সিপিআইএম ও নির্দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সহ ছয় শতাধিক কর্মীর যোগদান তৃনমূলে

হরিশ্চন্দ্রপুর,১ জানুয়ারি: নিউজ সারাদিন : তৃনমূলের প্রতিষ্ঠাতা দিবসে সিপিআইএম ও নির্দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ছয় শতাধিক ভোটার তৃনমূলে যোগদান করলেন বলে খবর ।লোকসভা ভোটের আগে স্বাভাবিকভাবেই তৃনমূলের শক্তি বৃদ্ধি পেল বলে মনে করছেন তৃনমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা ।জানা গিয়েছে,আজ সোমবার ছিল তৃনমূল কংগ্রেসের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ।সেই উপলক্ষ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর-১(বি)ব্লকের সভাপতি মানিক দাসের নেতৃত্বে কুশীদা,রশিদাবাদ, তুলসীহাটা ও বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও জনসাধারণকে নিয়ে ভাটোল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালনের আয়োজন করা হয় ।সেখানে কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুরা বুথের সিপিআইএম এর পঞ্চায়েত সদস্য রতন দাস ও রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের কতল ৪৯ নং বুথের নির্দলের পঞ্চায়েত সদস্য আবুহাসান সিদ্দিকী ওরফে আজনবি সহ মোট ছয় শতাধিক ভোটার ব্লক সভাপতি মানিক দাসের হাত ধরে তৃনমূলে যোগদান করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্যা মার্জিনা খাতুন,জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম,রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লাভলি খাতুন

সহ চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি।ব্লক সভাপতি মানিক দাস জানান,এদিন প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালনের পাশাপাশি যোগদান কর্মসূচি ও শীতবস্ত্র বিতরনের আয়োজন করা হয়।

চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় বারোশো প্রতিবন্ধীকে শীতবস্ত্র দান করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনে পালিত হল কল্পতরু উৎসব

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি কাশিপুর উদ্যান বাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন। ভক্তদের অভয় দান করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বত্র প্রথা মেনে এই দিন কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। রামকৃষ্ণ দেবের জন্মভিটে কামারপুকুর মঠে এ বছর বৈদিক মন্ত্রচ্চারণ যোগ্য, বিশেষ পুজোর মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হবে ভক্তদের মধ্যে চলবে প্রসাদ বিতরণ। রামকৃষ্ণ ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতবর্ষের প্রতিটি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আজকের দিনটি বিশেষ পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে কল্পতর উৎসব পালিত হলো সোমবার ১লা জানুয়ারি। শ্রী রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিন এটি। এই দিন ভোরবেলা থেকেই আশ্রমের নাট মন্দিরে অনুরাগী ভক্তদের সমাগম হয়, অনেকে জব ধ্যান করেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনা এবং রামকৃষ্ণ দেব সম্পর্কে আলোচনা হবে কাশিপুর উদ্যানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্ত লীলা সংগঠিত হয়েছিল। ঠাকুর নিজেই মা সারদা কে বলেছিলেন যখন দেখবে অধিক লোক এসে দেবজ্ঞান মানবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করবে তখন অন্তর ধ্যান সময় হয়ে এসেছেএবং ভক্তদের কাছে বলেছিলেন যাওয়ার সময়ের আগে হাটে হাড়ি ভেঙে যাব। এই দিন ঠাকুর বিকেল ৩:০০ টের সময়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে আসেন। আসার সাথে সাথে ভক্তরা উঠে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রদ্ধা প্রণাম করলেন। ঠাকুর দোতলা থেকে নেমে যখন দক্ষিণে যাচ্ছেন সেখানে উপস্থিত ছিলো গিরিশ ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, অতুল ঘোষ। তাদের কথোপকথনের মাঝে ঠাকুর গিরিশচন্দ্র কে বলল তুমি কি দেখেছ কি বুঝেছো। গিরিশ ঘোষ তার উত্তরে বলল ব্যাস বাল্মিকী যার ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তার সম্বন্ধে আর কি বলতে পারি। রামকৃষ্ণদেব খুশি হয়ে তাদের বললেন আর কি বলব আশীর্বাদ করি চৈতন্য হোক। এরপরই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন ভক্তরা কল্পতরু স্বরূপ ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্মরণে প্রার্থনা শুরু করেন। এই দিন থেকেই এই উৎসব পালিত হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত রামকৃষ্ণ মঠে মিশনে।

১-ম পাতার পর

জন্মদিন থেকে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি, প্রতিষ্ঠা দিবসে গুচ্ছ কর্মসূচি

নেতৃত্বকে নিশানা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বিগত কয়েকদিনে যেভাবে বাংলার মনীষীদের অসম্মানের অভিযোগে বিজেপিকে বিদ্ধ করেছে শাসকদল, আগামিদিনে এই কর্মসূচিগুলি থেকেও সেই আক্রমণ জারি থাকবে। বিশেষ করে স্বামীজিকে নিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতির সাম্প্রতিকতম মন্তব্যের জেরে আগামিদিনে আক্রমণের ধার যে আরও বাড়বে তৃণমূলের তরফে, তা স্পষ্ট।

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

তার লেখা তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন পাবলিকেশন থেকে, এরপরেও লোকাল রাজনৈতিক নেতা পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাধারণ ব্যক্তি সরদার পরিবারকে আখ্যা দিচ্ছে , এরপরেও সাধারণ জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতা হলে তারপর সে অসাধারণ হবে তেমনি ইঙ্গিত প্রশাসনের তরফ থেকে পাওয়া গেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলে প্রশাসন যদি সত্যিকারে কাজ করে তাহলে কে প্রকৃত নেতা, আর কে নেতা নয় মানুষ কি চাইছে আর কি চাইছে না- আর আমার লোকজন আছে সেটা আমি বাস্তবে দেখিয়ে দিতে , লোকাল পুলিশ প্রশাসন যেসব ব্যক্তিদের আইনগতভাবে আটকে এলাকায় ঢুকতে দিচ্ছে না তাদেরকে ঢুকতে দিক তাহলে প্রমাণ পেয়ে যাবে কার কত জনসমর্থ আছে। আমাদেরকে কেউ সাপোর্ট করে না কেউ পিছনে নেই আমি একা এমনই কথা অনেকের মুখ থেকে শোনা যায়, তাহলে কুড়িটা বছর কিভাবে আমি লেখালেখি জগতের সাথে মেরুদন্ড সোজা করে রেখে আজকের দিন পর্যন্ত কাজ করে চলেছি। এক্ষুনি সত্যি কথাগুলো সবার সামনে নিয়ে আসলে আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়া হবে বিগত দিনে দেয়া হয়েছিল। তবে যেসব রাজনৈতিক নেতাদের কথা শুনে আজ আমার পরিবারের নিরাপত্তা দিচ্ছে না পুলিশ, আগামী দিনে পুলিশ জানবে যে সত্যি কি হতে চলেছে। আমাকে খুন করবে আমি জানি ও আমার পরিবারের সমস্ত জমি জায়গা কেড়ে নেবে তার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে সেটাও জানি। তবুও বলছি উপরতলার কিছু পুলিশ কর্তার উপরে আমার ভরসা রয়েছে চিরকালই আশা করি তারা আমার এই কথাগুলি জানার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। তা না হলে আমাদের মতন লেখক সম্পাদককে সত্যিই রাজনীতিতে নামতে হয় তো আগামী দিনের এই ভয়ংকর ইতিহাসটা আরও ভয়ংকর জায়গায় চলে যাবে। আমি রাজনীতি করতে চাই না লেখক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে থেকে পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে নিরাপত্তার দাবি তুলছি। তবে পুলিশ প্রশাসন এটা জানা দরকার

বিভিন্ন কৌশলে খুন করে দিতে পারে বা মেরে দিয়ে আত্মহত্যা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালানোর পরিকল্পনায় মৃত্যুঞ্জয় সরদার বিরুদ্ধে অব্যাহত রয়েছে।মৃত্যুঞ্জয় বাবু দুর্নীতির সাথে আপোষ করে না বলেই আজকে তার এই পরিণতি। এক প্রকার তাকে ঘর বন্দি থাকতেই হয়। আর তাকে মারার জন্য সুপারি দিয়েছে বড় চক্রের হাতে, আশঙ্কা প্রকাশ করছে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের লোকজন। এদিকে পুলিশ প্রশাসন কোনোভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে না, সত্য কথা সহজে লেখার পরিনাম সম্পাদকের পরিণতি ভয়নক। তবে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদার কৌশল ভাবে মেরে দিলে সমাজের আরো ভালো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছে অনেকেই। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তার দাবি তুলেছে জাতীয় স্তরের সাংবাদিক সংগঠন ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়নের রাজ্য প্রেসিডেন্ট মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘদিন নির্বাচিত হয়ে আছে ভারত বর্ষ তথা রাজ্যজুড়ে এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট পদে। অথচ লোকাল প্রশাসন পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে তেমনি ভাবে গুরুত্ব দেয় না বলে জানা যায়, তবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা যদি না দেয়,তাহলে আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু সাংবাদিক সংগঠন একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নামবে । পুলিশ প্রশাসনের আগে থেকেই কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার খবর থাকার সত্ত্বেও কেনই বা পদক্ষেপ নিচ্ছে না । প্রশাসনের একাংশ চাইছে মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যাক। কেনই বা তাকে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে না এ প্রশ্ন উঠেছে ।এদিকে

অন্যায়কে বরদাস্ত করে না বলে, খুন হয়ে যেতে পারে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তাতে লোকাল রাজনৈতিক নেতারা একভাবে সুবিধা পাবে, সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। কিসের কারণে দিনের পর দিন বিভিন্ন অত্যাচার এই পরিবারটার উপরে শারীরিক মানসিক অমানবিক ভাবে হয়। ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে ফোনটি তুলে নিল সম্পাদকের পরিবারের লোকজনের কাছ দিয়ে, ফোন তুলে নেওয়ার এক মিনিটের মধ্যে লোকাল প্রশাসনকে জানিও তেমনি কোন সুবিধা আজ মেলেনি। ফোন চুরি হয়ে গেলে ক্যানিং জিআরপিতে হারিয়ে যাওয়ার ডায়েরি করতে হয়, এটা তো ঠিক অবাক হয়ে যাওয়ার মতন কথা। সবচেয়ে বড় কথা যদি ফোনটি উদ্ধার করে দেয় তাহলে সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব। কিসের উদ্দেশ্যেই এমনই ঘটনা

ক্রমশঃ

১-ম পাতার পর

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সমীরেশ ব্রক্ষ্মচারীর সঙ্গে গীতা যজ্ঞে বিজেপির মুখপাত্র স্বরূপ চ্যাটার্জি ও কবির রানা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার কথা বললেই বা লিখলেই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রামায়ণও মহাভারতের মত মোটা কাব্যগ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। তার হাত ধরে বিশ্ব সেবা সঙ্গে ৩০ বছর গীতা যজ্ঞ উৎসবে হলো পহেলা জানুয়ারি সোমবার। এই গীতা যজ্ঞে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী দোলন রায়, বিজেপির মুখপাত্র স্বরূপ চ্যাটার্জি, ও বিজেপির আরেক নেতা কবির রানা , ও আরো অনেকেই ।স্বামী শ্রী সমীরেশ্বর ব্রক্ষচারী থেকে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি নামে গ্রন্থটি জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে আদর করে ভালোবেসে বলেছে, মৃত্যুঞ্জয় তুমি যখন খুশি আশ্রমে এসো ।তোমার জন্য আমি সর্বদাই রয়েছি। তার ভালোবাসার অনুভূতি পেয়ে আজ ধন্য মনে করছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

২-৩ জানুয়ারি, ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রীর তামিলনাড়ু, লাক্ষাদ্বীপ এবং কেরল সফর

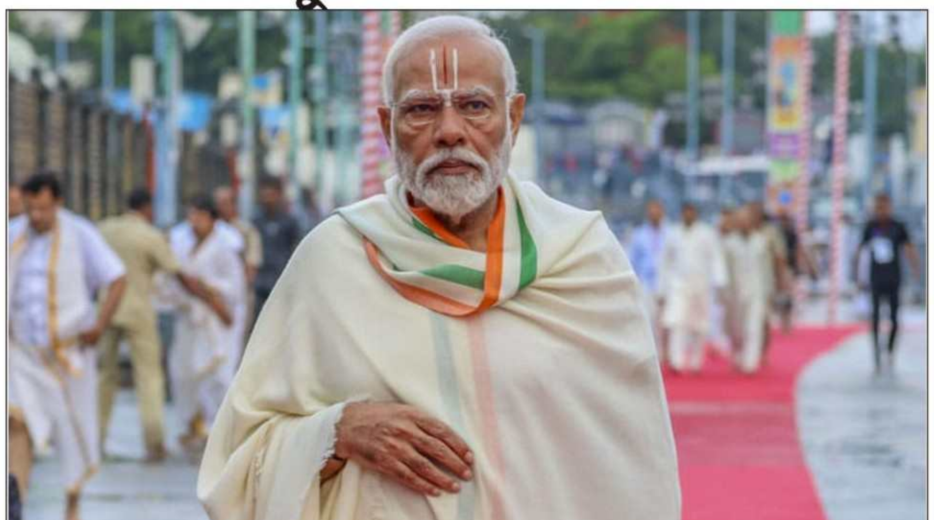

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২ ও ৩ জানুয়ারি, ২০২৪-এ তামিলনাড়ু ও লাক্ষাদ্বীপ সফর করবেন।

২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ সকাল ১০-৩০ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লিতে পৌঁছবেন। তিরুচিরাপল্লির ভারতীদশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম সমাবর্তন উৎসবে তিনিই হবেন প্রধান অতিথি। দুপুর ২টো নাগাদ তিরুচিরাপল্লিতে একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিমান, রেল, সড়ক, তেল ও গ্যাস, জাহাজ এবং উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র-কেন্দ্রিক ১৯ হাজার ৮৫০ কোটির বেশি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ ও শিলান্যাস করবেন। দুপুর ৩-১৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী লাক্ষাদ্বীপের অগত্তি-তে পৌঁছবেন। সেখানে তিনি একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। ৩ জানুয়ারি, ২০২৪-এ দুপুর ১২টায় প্রধানমন্ত্রী লাক্ষাদ্বীপের কাভারাত্তিতে পৌঁছবেন। সেখানে টেলি-যোগাযোগ, পানীয় জল, সৌরশক্তি এবং স্বাস্থ্য সহ একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

তামিলনাড়ুতে প্রধানমন্ত্রী

তিরুচিরাপল্লির ভারতীদশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করবেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন তিনি।

তিরুচিরাপল্লির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী তিরুচিরাপল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন। ১,১০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যে নির্মিত দ্বিস্তরীয় নতুন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনটিতে বছরে ৪৪ লক্ষের বেশি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন এবং ব্যস্ত সময়ে ৩,৫০০ যাত্রীর পরিষেবা মেটাতে সক্ষম হবে এই বিমানবন্দর। নতুন ভবনে অত্যাধুনিক সুবিধা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী একাধিক রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে - সালেম-ম্যাগনেসাইট জংশন-ওমালুর-মেত'র ড্যাম শাখায় ৪১.৪ কিলোমিটার রেলপথের ডাবলিং প্রকল্প; মাদুরাই-তুতিকোরিন ১০৭ কিলোমিটার রেলপথের ডাবলিং প্রকল্প; এবং তিনটি রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ যেমন, তিরুচিরাপল্লি-মনমাদুরাই-বিরুধুনগর; বিরুধুনগর-তেনকাশী জংশন; সেনগোট্টাই-তেনকাশী জংশন-তিরুনেলভেলি-তিরুচেন্দুর। এই রেল প্রকল্পগুলি যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করবে এবং তামিলনাড়ুর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে পাঁচটি সড়ক পথ প্রকল্প উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে - ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের ত্রিচি-কাল্লাগাম শাখার ৩৯ কিলোমিটার অংশের সম্প্রসারণ; ঐ একই জাতীয় সড়কের কাল্লাগাম-মীনসুরুত্তি শাখার ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের সম্প্রসারণ; ৭৮৫ নম্বর জাতীয় সড়কের চেত্তিকুলাম-নাথাম অংশের ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের সম্প্রসারণ; ৫৩৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কারাইকুড়ি-রামানাথপুরম শাখায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের ধার বাঁধানো এবং ১৭৯এ জাতীয় সড়কের সালেম-তিরুপাথুর-বানিয়ামবাদী রোড শাখায় ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের সম্প্রসারণ। এই সড়ক প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের মানুষের দ্রুত যাতায়াতে সহায়ক এবং ত্রিচি, শ্রীরঙ্গম, চিদম্বরম, রামেশ্বরম, ধনুষ্কোডি, উথিরাকোসামাঙ্গাই, দেবীপট্টিনাম, এড়ওয়াড়ি, মাদুরাই সহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চল এবং বাণিজ্যিক অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন। এর মধ্যে আছে - ৩৩২এ জাতীয় সড়কের মোগাইইউ-র থেকে মারাকান্নাম পথে ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশের সম্প্রসারণ। এই রাস্তাটি তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলিকে যুক্ত করবে। সেইসঙ্গে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় থাকা মামল্লপুরমে সড়ক যোগাযোগ উন্নত করবে এবং কলপক্কম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগাযোগ উন্নত করবে।

প্রধানমন্ত্রী কামরাজ বন্দরের জেনারেল কার্গো দ্বিতীয় বার্থকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এতে দেশের বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন এবং শিলান্যাস করবেন। জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে যে দুটি প্রকল্প সেগুলি হল ইন্ডিয়ান অয়েলের ৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের ৬৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন।

এছাড়া, যে প্রকল্পগুলির শিলান্যাস করা হবে তার মধ্যে আছে - কোচি-কোট্টানাদ-ব্যাঙ্গালোর-ম্যাঙ্গালোর গ্যাস পাইপলাইনের কৃষ্ণগিরি থেকে কোয়েম্বাটুর অংশের ৩২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের নির্মাণ এবং চেন্নাইয়ের ভাল্লুরে প্রস্তাবিত তৃণমূল স্তরের টার্মিনালের জন্য পিওএল পাইপলাইনের অভিন্ন করিডর। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রের এই প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের শিল্পগত, অভ্যন্তরীণ এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে একটি পদক্ষেপ। এতে এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী কলপক্কমে ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ-এ ডেমন্সট্রেশন ফাস্ট রিঅ্যাক্টর ফুয়েল রিপ্রসেসিং প্লান্ট (ডিএফআরপি) জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ৪০০ কোটি টাকায় নির্মিত হয়েছে ডিএফআরপি। এর নকশাটি অনন্য, যা বিশ্বে একেবারেই অভিনব এবং এটি দ্রুত চুল্লি থেকে নির্গত কার্বাইড এবং অক্সাইড জ্বালানি দুটিকেই পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম। এই নকশাটি পুরোপুরি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈরি। বাণিজ্যিকভাবে আরও বড় ফাস্ট রিঅ্যাক্টর ফুয়েল রিপ্রসেসিং প্লান্ট তৈরি করার লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অন্য প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তিরুচিরাপল্লিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এনআইটি)-তে 'অ্যামেথিস্ট' নামে ৫০০ শয্যার একটি ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করবেন।

লাক্ষাদ্বীপে প্রধানমন্ত্রী

লাক্ষাদ্বীপ সফরে প্রধানমন্ত্রী ১,১৫০ কোটি টাকা বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন এবং শিলান্যাস করবেন।

রূপান্তরকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী লাক্ষাদ্বীপে ইন্টারনেটের শ্লথ গতির সমস্যার মোকাবিলায় ২০২০-র আগস্টে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লালকেল্লা থেকে দেওয়া ভাষণে কোচি-লাক্ষাদ্বীপ সাবমেরিন অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশন প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। সেই প্রকল্প এখন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এতে ইন্টারনেটের গতি বাড়বে ১০০ গুণের বেশি (প্রতি সেকেন্ডে ১.৭ জিবি থেকে প্রতি সেকেন্ডে ২০০ জিবি)। স্বাধীনতার পর এই প্রথম লাক্ষাদ্বীপ সাবমেরিন অপটিক ফাইবার কেবলের দ্বারা যুক্ত হবে। এই সাবমেরিন ওএফসি-টি লাক্ষাদ্বীপে যোগাযোগের পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন নিশ্চিত করবে। ইন্টারনেট পরিষেবা, টেলি-মেডিসিন, ই-গভর্ন্যান্স, শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগ, ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, ডিজিটাল কারেন্সি ব্যবহার, ডিজিটাল সাক্ষরতা ইত্যাদি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য হবে।

প্রধানমন্ত্রী কাদমাতে লো টেম্পারেচার থার্মাল ডি-স্যালিনেশন (এলটিটিডি) প্লান্টটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এটিতে প্রতিদিন ১.৫ লক্ষ লিটার স্বচ্ছ পানীয় জল উৎপাদন হবে। প্রধানমন্ত্রী অগত্তি এবং মিনিকয় দ্বীপের প্রত্যেকটি পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। যেহেতু লাক্ষাদ্বীপ একটি প্রবাল দ্বীপ, সেজন্য সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জলের একটি সমস্যা ছিল। এখানে মাটির তলায় জল খুবই সীমিত। এই পানীয় জল প্রকল্প দ্বীপের পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে, সেইসঙ্গে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুবিধা হবে।

এছাড়া জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে কাভারাত্তির সৌরশক্তি কেন্দ্র, যেটি লাক্ষাদ্বীপের প্রথম ব্যাটারি-নির্ভর সৌরশক্তি প্রকল্প। এতে ডিজেল-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা কমবে। এছাড়া জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে কাভারাত্তিতে ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন প্রাঙ্গণে একটি নতুন প্রশাসনিক ব্লক এবং ৮০ জনের ব্যারাকের।

কালপেনিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং আন্দ্রথ, চেতলাত, কাদমাত, অগত্তি এবং মিনিকয় এই পাঁচটি দ্বীপে পাঁচটি আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (নন্দঘর) নির্মাণের শিলান্যাস করবেন তিনি।

শীতের শুরুতে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

আমান মোল্লা :নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারাইপুর ব্লকের অধীনে বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত সরদার পাড়ায় শীতের শুরুতে এক বিশাল ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা।

সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন উত্তর বেলেগাছি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, যার মুখ্য ভূমিকায় রশিদ আলী সরদার আর অন্যান্য ক্লাবের সদস্য মন্ডলীরা সহযোগিতা করেছেন গ্রামবাসী বৃন্দ।

আজকের ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন ৪০ থেকে ৫০ টি ঘোড়া।

ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক রশিদ আলী সরদার বলেন প্রতি বছরের ন্যায় আমরা এ বছর ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা করেছি এটা ৫০ বছরের ঐতিহ্য এই অনুষ্ঠান চলবে তিন দিন ধরে।

গ্রামের সমস্ত নর নারীরা আমাদের এই মেলায় অংশ নেন হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন খ্রিস্টান মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এই ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠানে।

বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরবানু মোল্লা বলেন একই ঐতিহ্যপূর্ণ ঘোড়দৌড়।

এই সময়টা আমাদের খুবই ভালো লাগে শীতের আমে যে ওই যে ঘোড়া ছুটে আসছে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে সমস্ত গ্রামবাসীরা সেই সঙ্গে এক মিলন মৈত্রিক মেলার আয়োজন করেছেন উত্তর বেলে গাছি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

আমরা সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি

আমরা চাইবো এরকম মিল মৈত্রিক যেন সারা জীবনই থাকে গ্রামের আপামর জনসাধারণ কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও হ্যাপি নিউ ইয়ারের প্রথম বছরে ভালোবাসা।

ধন্যবাদ উত্তর বেলেগাছি, ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করবে ধন্যবাদ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০২ সংখ্যা ০২ জানুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৬ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

জোট বাঁধার' বৈঠক রাজ্য বিজেপির

বছরের শুরু থেকেই নতুন নতুন কর্মসূচি নিতে চায় রাজ্য বিজেপি। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার অমিত শাহ এবং জেপি নড্ডার সফরের পর থেকেই সক্রিয় রাজ্য নেতৃত্ব। বুধবারই রাজ্য কার্যকারিণীর বৈঠক করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর সেখানেই রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে জানিয়ে দেন, শুধু বিজেপি নয়, দলের সব মোর্চা এবং শাখার নেতাদেরও ২ জানুয়ারি থেকে নেমে পড়তে হবে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে।এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুয়ারে সরকার'-এর মতো কেন্দ্রীয় সরকারও 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা' নামে একটি কর্মসূচি নিয়েছে। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে সরকারি উদ্যোগে এই কর্মসূচি হলেও বাংলায় দলের তরফেই করার পরিকল্পনা রাজ্য বিজেপির। মোদী সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে, কোনও প্রকল্পের সুবিধা নিতে কী কী করতে হবে তা জানাতে বিজেপি কর্মীরা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যাবেন। এই কর্মসূচি ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চালানোর কথা। রাজ্য বিজেপি ঠিক করেছে সব মোর্চাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প সভা' করবে। সেই সঙ্গে ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধনের দিনে রাজ্যের সব মন্দিরে উতসব পালনের যে পরিকল্পনা তাতেও সব মোর্চাকে ব্যবহার করতে চায় বিজেপি। এ সব নিয়েও আলোচনা হতে পারে বুধবারের বৈঠকে।কোনও ছুটি মিলবে না ভোটগণনার আগে। এমনটাই চান শাহ তো বটেই, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সেই নির্দেশ যাতে নেতা-কর্মীরা পালন করেন তার জন্য একের পর এক কর্মসূচি নিতে চলেছেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। দলের সব মোর্চাও যাতে সেই কর্মসূচি সফল করতে জোটবদ্ধ হয় তার জন্য আগামী বুধবার একটি বৈঠক হওয়ার কথা কলকাতায়। সব মোর্চা নেতৃত্বকে নিয়ে আলোচনায় বসার কর্মসূচির সাংগঠনিক নাম দেওয়া হয়েছে 'সংযুক্ত মোর্চা বৈঠক'। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এটা একেবারেই সাংগঠনিক বৈঠক। নিয়মিত ভাবেই সব মোর্চাকে নিয়ে বসা হয়। আর লোকসভা নির্বাচনের আগে তো এমন বৈঠক হতেই থাকবে।"বিজেপির সংগঠনে মোট সাতটি মোর্চা রয়েছে। মূলত যুব এবং মহিলা মোর্চাকে বিভিন্ন আন্দোলনে দেখা গেলেও বিজেপিতে রয়েছে তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং সংখ্যালঘু মোর্চা। এ ছাড়াও কৃষকদের নিয়ে কিসান মোর্চা রয়েছে। প্রসঙ্গত, বিজেপির দলীয় কোনও ছাত্র ও শ্রমিক মোর্চা নেই। সঙ্ঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ' এবং শ্রমিক সংগঠন 'ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ' থাকায় এই দুই ক্ষেত্রের কোনও মোর্চা নেই বিজেপির। আগামী বুধবার দলের সাত মোর্চার রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়েই বৈঠকে বসতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। শুধু রাজ্যের নেতারাই নন, গেরুয়া শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতিটি মোর্চার দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের পর্যবেক্ষকেরাও ওই বৈঠকে হাজির থাকবেন।জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে যুব মোর্চার আবার আলাদা কর্মসূচি রয়েছে। গোটা রাজ্যের সব গ্রামে যেতে হবে মোর্চাকে। নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে বিজেপি বড় ভরসা করতে চায় কেন্দ্রের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উপরে। সেই সব নিয়েই হবে যুব মোর্চার প্রচার। এই দুই মাসের মধ্যে গোটা দেশে মোট পাঁচ হাজার যুব সমাবেশ করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। বাংলায় এমন সভা কমপক্ষে ১০টি হবে বলে প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নড্ডার নির্দেশ, ওই সভাগুলিতে কমপক্ষে এক হাজার নতুন ভোটারকে নিয়ে আসতে হবে। এই কর্মসূচি যুব মোর্চার উদ্যোগে হলেও বিজেপি চায় অন্য মোর্চাগুলিও এই কর্মসূচিতে অংশ নিক। প্রথম বারের ভোটারদের নিয়ে আসার জন্য সব মোর্চাকে বুধবারের বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।

আরামবাগ উৎসবে নচিকেতার গানে রাম জন্মভূমি নিয়ে কটূক্তি, ধাস্টামো , রাজনীতি বলে মানুষের ধর্মের বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতিবাদে স্বপন দত্ত বাউল পথে পথে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : হুগলী জেলার আরামবাগে আরামবাগ উৎসবে নচিকেতা চক্রবর্তী গান গাইতে এসে গানে গানে বলছে অযোধ্যায় নাকি রাম জন্মায় নেই রাজা দশরথ নাকি বলতে পারবে গুরু কোথায় জন্মেছে রামের জন্মভূমি নিয়ে নাকি ধাস্টামো করছে রাজনীতি হচ্ছে । এছাড়া ধর্মতলা ও আরো বিভিন্ন জায়গায় নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাম জন্মাবে । এই রকম নানান কথা বিভ্রান্তি কর কথা বলে নচিকেতা চক্রবর্তী গানে গানে মানুষের ধর্মের বিশ্বাসে আঘাত হেনে অশান্তির বাতাবরণ তৈরী করার চেষ্টা করেছে। প্রতিবাদে মূখর আরামবাগ টিভি আরামবাগ টিভির খবরে মানুষ বিভিন্ন মন্তব্য করে নচিকেতার এই ধরনের গান গেয়ে মানুষের ধর্মের বিশ্বাসে আঘাত হানা অন্যায় হয়েছে। রাজ্যের একমাত্র নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন এর প্রতিবাদী বাউল ভগবান রামকে অপমান ও রামজন্ম ভুমির বদনামের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় পথে নামলেন প্রতিবাদী বাউল গানে ও বক্তব্যে প্রতিবাদে মুখর হলেন। রাষ্ট্রপ্রতির প্রশংসায় উপহার পাওয়া একতারা বাজিয়ে নচিকেতার ভগবান রাম কে অপমান করার বিরুদ্ধে গান গেয়ে মানুষকে বোঝালেন। নচিকেতা বলেছে রাম নাকি অযোধ্যায় জন্ম গ্রহন করে নি তাহলে নচিকেতাই বলুক রামের জন্মভূমি কোথায়। স্বপন বাউল তার বক্তব্যে ও গানে বলছেন নচিকেতার ক্ষমতা থাকলে অন্য ধর্ম নিয়ে বদনাম অপমান ও কটুক্তি করে দেখাক কত বড় ওর ক্ষমতা দেখি । আরো বলেন অন্য ধর্ম নিয়ে তাদের ভগবানকে অপমান বদনাম করলে সেই ধর্মের মানুষ নচিকেতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিত। স্বপন দত্ত বাউল বলছে জাত ধর্ম নিয়ে কেউ কটুক্তি করবেন না , আমাদের একটাই ধর্ম আমারা মানুষ , আমাদের একটাই জাত আমরা মানুষ, আমাদের সকলের রক্ত লাল , সকলকেই শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে নচিকেতা আরামবাগ উৎসবে গান গেয়ে শান্তি ভঙ্গ করেছে । বলেছেন নচিকেতা ভালো শিল্পী গুনী শিল্পী কিন্তু উনি ভালো মানুষ হতে পারলেন না বলেই মানুষের ধর্মের বিশ্বাসের উপর অপমান করে আঘাত হেনেছে। মানুষের ধর্মের বিশ্বাসের উপর আঘাত হানার অধিকার নচিকেতাকে কে দিয়েছে ? ত্রেতা যুগের ভগবান রাম ও রামজন্মভূমি কে নচিকেতার অপমান ও বদনাম করার বিরুদ্ধে মানুষের মাঝে প্রতিবাদ করতে দেখে সকলেই বলেছে একদম ঠিক করেছেন স্বপন বাউল । বক্তব্যে বলছেন নচিকেতা অন্যায় করেছে , ক্ষমা চাইতে হবে, শান্তি চাই।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই কারনে শ্রীমৎ ভাগবত বর্ণিত আছে, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়'। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৪/৩৯)। অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করে থাকেন। শ্রদ্ধা ছাড়া ভক্তি, জ্ঞান, শিক্ষা সবই মিছে।যার জ্ঞান নেই, তার ভক্তি-শ্রদ্ধাও নেই। তাই শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য পারিবারিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষের জন্মের পর থেকেই শুরু হয় শিক্ষা-দীক্ষার কলাকৌশল। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

রাজা ধনানন্দ কিছু না শুনে উল্টো অন্যদের দিয়েও চাণক্যকে অপমান করেন। এবার ক্রুদ্ধ হলেন চাণক্য। সেখান থেকে চলে আসেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। অন্যদিকে রাজা ধনানন্দের সত'াই (পিতা মহাপদ্মের ঔরসে দাসী 'মুরা'র গর্ভজাত) পদস্থ ও উচ্চাভিলাষী তরুণ সামরিক কর্মকর্তা চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা করছিলেন। কারণ পিতা মহাপদ্মের মৃত্যুর পর রাজা ধনানন্দ দাসীমাতা মুরা ও সত্তাই চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অপমানিত চন্দ্রগুপ্ত তাই ধনানন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে প্রাণ বাঁচাতে তাকে বিন্ধ্যালের জঙ্গলে পলাতক ও নির্বাসিত জীবন বেছে নিতে হয়। তখনই ঘটনাচক্রে চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ যে ইতিহাসের বাঁক বদলে দেবে কে জানত?চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের প্রতিশোধপরায়ণতা আর সিংহাসনের বাসনাকে কাজে লাগাতে চাইলেন। অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তও চাণক্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। ফলে চন্দ্রগুপ্ত তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য চাণক্যকে গুরু, উপদেষ্টা ও মন্ত্রণাদাতা হিসেবে স্বীকার করেন। এরপর চাণক্যের সক্রিয় সহযোগিতায় চন্দ্রগুপ্ত একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে পরিকল্পনাকে আরও বেশি নিখুঁত করে তোলেন চাণক্য। চাণক্যের পাণ্ডিত্য আর চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে শেষ পর্যন্ত সিংহাসনচ্যুত হলেন নন্দরাজা। মগধের সিংহাসনে আরোহণ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশই পরবর্তীতে ভারতীয় ইতিহাসে শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। আর এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছেন বিন্দুসারা এবং তৃতীয় প্রজন্ম আরেক প্রতাপশালী শাসক সম্রাট অশোক। তিনিও ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

বৈচির্ত্যময় জীবন

চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করার পর পাটালিপুত্রকে তার রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। এই পাটালিপুত্র বিহারের আধুনিক শহর পাটনার কাছেই অবস্থিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮ সাল পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য শাসন করেন। তার সময়কালে রাজ্যজুড়ে শান্তি বিরাজমান ছিল, প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং রাজ্য বিকশিত হয়েছিল সমৃদ্ধিতে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে গেছেন চন্দ্রগুপ্তের দরবারে গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস তারুইন্ডিকস্থ গ্রন্থে। চাণক্য তার জীবদ্দশায়, এমনকি মৃত্যুর পরও ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পণ্ডিত হিসেবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একটি অবস্থান ধরে রেখেছেন। টিকে আছেন তার কর্মবহুল জীবনের কর্ম ও সৃষ্টির মাধ্যমে। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি পাঞ্জাবকে বিদেশি শাসনমুক্ত করতে রাজাকে সাহায্য করেন। এরপর অযোগ্য শাসক নন্দ রাজাকে উতখাত করে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সঙ্গে আরও রাজ্য যুক্ত করেন এবং সাম্রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তার ভূমিকা পালন করেন। কেবল চন্দ্রগুপ্তের আমলই নয়, পরবর্তীকালের ভারতীয় সম্রাটদের শাসন কৌশলে দারুণভাবে প্রভাব পড়ে চাণক্য নীতির। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে মৌর্য বংশের তৃতীয় শাসক সম্রাট অশোকের শাসন। এই সময়টি এতটাই পরিশীলিত ছিল যে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামেও প্রাচীন ও গভীর ঐতিহ্যবাহী অশোক-স্তম্ভের উপস্থিতি রয়ে গেছে।

এমনকি এরও পরে বিক্রমাদিত্যের শাসনকালের কিংবদন্তীয় উপকথাগুলোর জনপ্রিয় লোকভাষ্য থেকেও তা ধারণা করা যায় হয়তো। এই বিজ্ঞ ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, সামাজিক আচরণ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করেছেন। চাণক্যের কথাগুলো আধুনিক যুগের পরিশীলিত কথাবার্তা থেকে ভিন্ন হলেও আজকের দিনেও ঠিক একই তাৎপর্য বহন করে।এরকম জ্ঞানী একটা মানুষ কিন্তু শারীরিকভাবে খুব একটা সবল ছিলেন না। দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। তবে সব ছাপিয়ে এই বিজ্ঞ ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতের সমাজ, সংসার, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি কথাগুলো হাজার বছর পরেও গুরুত্ব হারায়নি। চাণক্যের জন্ম ইতিহাস জানতে গেলে এ কথাটা আজকের দিনে লেখা উচিত বলে মনে করছি। বহু ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক চাণক্য জন্ম ইতিহাস সঠিক তথ্য আজও আমার কাছে মিলেনি। তবে চাণক্য [খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ থেকে ২৮৩ অব্দ] ছিলেন প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাচীন তক্ষশীলা বিহারের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ছিলেন। মৌর্য রাজবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজক্ষমতা অর্জন ও মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অবদান অনস্বীকার্য। দার্শনিক প্রজ্ঞা আর কূটনৈতিক পরিকল্পনায় সিদ্ধহস্ত এই অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষটির জন্ম বর্তমান পাকিস্তানের তক্ষশীলায়, যেখানে উপমহাদেশে উচ্চতর জ্ঞান আহরণের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপীঠ অবস্থিত ছিল। রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তব চর্চা ও রাষ্ট্রীয় কৌশলের প্রয়োগপদ্ধতির নির্দেশনা দানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে তার অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী। মহাজ্ঞানী চাণক্যের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। এ ছাড়া তার বিখ্যাত ছদ্মনাম 'কৌটিল্য'। আবার কারও কাছে তার নামই বিষ্ণুগুপ্ত। কৌটিল্য নামেই তিনি সংস্কৃত ভাষার অমরগ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' লিখে গেছেন। রাষ্ট্রশাসন ও কূটনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা শাস্ত্র মানা হয়। যেহেতু তিনি 'কুটিলা গোত্র' থেকে উদ্ভূত ছিলেন তাই সেটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি 'কৌটিল্য' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তার সবচেয়ে পরিচিত ও প্রিয় নামওচাণক্য্ব এর উদ্ভব ওচানক্য্ব থেকে। চানকা হচ্ছে তার গ্রামের নাম। এই গ্রামেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মতান্তরে তার পিতার নাম 'চানক' থেকে 'চাণক্য পণ্ডিত' হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হয়ে ওঠেন চাণক্য। তাকে বিষ্ণুগুপ্ত নামেও ডাকা হয়।

চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য

চাণক্য কী পরিমাণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন তার শাস্ত্র পড়লেই সে সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়। তিনি একাধারে একজন শিক্ষক, লেখক, দার্শনিক, শাসক এবং কূটনীতিবিদ ছিলেন। তার সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত বক্তব্যগুলো আজকের আধুনিক জীবনেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম প্রবক্তা। তার 'অর্থশাস্ত্র' (Arthashastra) গ্রন্থে তিনি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন একটি রাষ্ট্র কীভাবে গড়ে ওঠে এবং পরিণতি লাভ করে। তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কীভাবে একজন শাসককে নিজস্ব ভূখণ্ডের সীমানা পেরিয়ে আরও ভূখণ্ড ও মূল্যবান সম্পদ নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে হয়। একইভাবে সম্পদ ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে তার প্রজাদের নিরাপত্তা, কল্যাণ ও জীবনমান উন্নত করার জন্য কী কী কাজ করা যেতে পারে, সেসব বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ করেন চাণক্য। তার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি নামে অর্থশাস্ত্র হলেও এটি মূলত শাসকের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতিবিষয়ক কৌশলের পরামর্শ। আর তৎকালীন সময়ের রাজা-মহারাজারা তাদের রাজদরবারে এরকম একজন দুজন পণ্ডিতকে সব সময়ই প্রাধান্য দিতেন। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী ক্ষেত্রে এসব পণ্ডিতের দারুণ ভূমিকা ছিল। সেই অর্থে বলা যেতেই পারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পরবর্তীকালের রাজাদের রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনকল্যাণমূলক রাজ্য গড়ে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিতে সমর্থ হয়েছিল। এর প্রমাণ পরবর্তী সময়ের প্রজাবৎসল শাসকদের রাজ্যশাসন ও রাজ্য পরিচালনা নীতি। স্পষ্টতই তাদের সেই সময়ের শাসনে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বড় একটি ছাপ পড়েছে। চাণক্য-সহায়তায় মৌর্যশাসন প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ২৪ বছর শাসনকাল যেমন বর্ণিল ছিল, তেমনি দ্বিতীয় প্রজন্ম বিন্দুসারার সমৃদ্ধিময় জনপ্রিয়তার পেছনেও ছিল চাণক্যের অবদান। আমাদের জীবনের চাণক্যের মতে অবদানের কিছু মানুষ কে আজও সাফল্য দিতেই হবে। চাণক্য হয়তো আজ এই পৃথিবীতে নেই তবে চাণক্য ব্যবহারের এমনও মানুষ আজও পরিচালিত করছে প্রতিটি সংসার। প্রতিটি মানুষ বড় হওয়ার পিছনে বা সাফল্যের পিছনে, চাণক্যের মত পন্ডিত টা আজও আছে সেটা হচ্ছে কারো বাবা হতে পারে ,কারোর মা হতে পারে, আবার শিক্ষাগুরু হতে পারে কারো বন্ধু হতে পারে। চাণক্য বেঁচে রয়েছে প্রতিটি সংসারের এমনই রূপে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

বিদায়ী বছরে বলিউডের যত সব 'ভাইরাল কাণ্ড'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি বছর বলিউডের জন্য ঘটনাবহুল একটি বছর। প্রতিবছরের মতো এবছরেও তারকাদের কিছু বিষয় আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভাইরাল হওয়া এসব বিষয় নিয়ে সারা বছরই চলেছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। তেমনই কিছু ভাইরাল বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে ফিচারটি।

সিদ্ধার্থ-কিয়ারা

বলিউডের তারকা জুটি সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করেন। তাদের বিয়ে, বিয়ের সাজ ও কিয়ারার গহনা ছিল সামাজিক মাধ্যমের ভাইরাল বিষয়।

আলিয়া ভাট-কৃতি শ্যানন-আল্লু অর্জুন

৬৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা অভিনেত্রী হিসাবে প্রথমবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন আলিয়া ভাট এবং কৃতি শ্যানন। সেরা অভিনেতা হিসাবে পুরস্কার জিতেছেন 'পুষ্পা' খ্যাত আল্লু অর্জুন। তিন তারকা একসঙ্গে একটি ছবি তুলেছেন। সেই ছবি ছিল সামাজিক মাধ্যমের আলোচনায়।

আদিত্য ও অনন্যা

এবছরের মাঝামাঝি সময়ে লিসবনের রাস্তায় একান্তে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাতে দেখা গেছে আদিত্য ও অনন্যাকে। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের বেশকিছু ছবি বেশ ভাইরালও হয়েছিল।

আরাধ্য বচ্চন-আব্রাম খান

মুম্বাইয়ের ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক দিবসের একটি অনুষ্ঠানে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের মেয়ে আরাধ্য বচ্চনকে শাহরুখ খান ও গৌরী খানের ছোট ছেলে আব্রামকে পারফর্ম করতে দেখা যায়। তাদের বছর শেষে তাদের পারফর্মেন্স ভাইরাল হয় সামাজিক মাধ্যমে।

ববি দেওল

'অ্যানিমেল' সিনেমায় ববি দেওলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হয়েছে। ববির দুর্দান্ত পারফর্মেন্স ছিল সামাজিক মাধ্যমের আলোচনায়। সিনেমায় তার এন্ট্রির দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

রণবীর-দীপিকা-কল্কি-আদিত্য

'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' মুক্তির ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক ফ্রেমে বন্দী হয়েছিলেন রণবীর, দীপিকা, কল্কি এবং আদিত্য। সেই ছবি ছিল সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।

দীপিকা

দীপিকার 'সো বিউটিফুল, সো এলিগেন্ট' রিল ছিল সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন অনেকেই।

রণবীর-আলিয়া কন্যা

জন্মের পর থেকে রাহার মুখ দেখাননি রণবীর-আলিয়া। বছর শেষে বড়দিনে এসে মেয়েকে প্রকাশ্যে এনেছেন তারা। সেই ছবি এখন সামাজিক মাধ্যমের আলোচনায়।

আড়ালেই জিতেছেন ক্যান্সার যুদ্ধ, অভিজ্ঞতা জানালেন শর্মিলা ঠাকুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মারণ রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। আর সে কারণেই ছাড়তে হয়েছিল্ওরকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'র অফার। সম্প্রতি করণ জোহরের শো-তে এসে এমনটাই জানালেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী। শর্মিলা ঠাকুর জানিয়েছেন, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। কেন তিনি করণ জোহরের 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'তে অভিনয় করতে পারেননি, তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, সেই সময় তিনি নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। করণ তার সঙ্গে কাজ করতে না পারার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশও করেন। রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' ছবির জন্য প্রস্তাব গিয়েছিল শর্মিলা ঠাকুরের কাছেও। আলিয়া ভাটের দাদিমার ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল তার। কিন্তু শরীরে মারণরোগ বাসা বাঁধায় সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন শর্মিলা ঠাকুর।

করণ বলেন, শাবানা যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আমি শর্মিলাকে সেই চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময় শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি 'হ্যাঁ' বলতে পারেননি। তবে আমার কিন্তু সেই আক্ষেপটা রয়েই গিয়েছে।

তখনই শর্মিলা জানান, সেটা কোভিডের চরম পর্যায়ে ছিল। সেই সময় সবাই কোভিডের সঙ্গে লড়াই করছিল, আমাদের টিকাও দেওয়া হয়নি। ক্যান্সারের পর ওরা চায়নি যে আমি এই ঝুঁকি নেই। এই প্রথমবার নিজের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া নিয়ে মুখ খুললে তিনি।

সালতামামি ২০২৩ টালিউড সিনেমার সেরা গান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের পাশাপাশি টালিউডেও চলতি বছর বেশ কিছু আলোচিত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। এসব সিনেমার কোনো কোনো গান শ্রোতাদের মাঝে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে।

সাধারণ শ্রোতাদের পাশাপাশি সংগীতবোদ্ধাদের কাছেও কোনো কোনো গান প্রশংসিত হয়েছে। এসব গান সোশ্যাল মিডিয়ায় মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হয়েছে। এবার জানা যাক, এমন কয়েকটি গানের কথা-

'আমি সেই মানুষটা': 'দশম অবতার' সিনেমার গান এটি। এর প্লেব্যাক শিল্পী গায়ক অনুপম রায়। চলতি বছরের পূজায় 'দশম অবতার' মুক্তি পেয়েছিল। নির্মাতা সৃজিত মুখোর্জী ও অনুপম রায়ের জুটির দশম সিনেমা এটি। এ সিনেমার 'আমি সেই মানুষটা আর নেই' চলতি বছর শ্রেষ্ঠ গান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

'সজনী': চমৎকার কথার এ গানটি 'দিলখুশ' সিনেমার। এটি শিল্পী নীলায়ন চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গান। প্রেমের কাহিনি নিয়ে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। শিল্পী নীলায়ন চট্টোপাধ্যায় দেব অভিনীত 'কিশমিশ' সিনেমা দিয়ে প্লেব্যাক শুরু করেন। এ সিনেমার গানগুলোর পর তাকে নিয়ে শ্রোতা মহলে ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরি হয়।

'দ্রৌপদী এনে দে': এটি 'বগলা মামা যুগ যুগ জিও' সিনেমার গান। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত গানটি কণ্ঠে ধারণ করেছেন। এ সিনেমায় দেখা যাবে, দলবল নিয়ে গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ করবেন বগলা মামা। এ সিনেমায় গায়ক হিসেবেও মন জয় করেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত।

'গোবিন্দ দাঁত মাজে না' : এ গানটি 'রক্তবীজ' সিনেমায় সংযোজিত হয়েছে। দারুণ সুর ও কথার গানটি গেয়েছেন সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সিনেমার পর্দায় সুরজিতের কণ্ঠের সঙ্গে অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার যুগলবন্দি গানটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। গানটির কথা সহজ-সরল ভাষায় লেখা।

টালিউডের সিনেমার পাশাপাশি বাংলা ওয়েব সিরিজে ব্যবহৃত গানও শ্রোতাদের নজর কেড়েছে। বিশেষ করে 'নিখোঁজ' শিরোনামের ওয়েব সিরিজের একটি গানের কথা উল্লেখ করতে হয়।

'আসবে বলে' শিরোনামের এ গানটি ওয়েব সিরিজটিকে আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে। গানটি গেয়েছেন রূপম ইসলাম। এ সিরিজ এক মায়ের সন্তান খুঁজে পাওয়ার কাহিনি ঘিরে নির্মিত হয়েছে। সিরিজের গল্পের সঙ্গে গানের যথার্থ মিল রয়েছে। হয়তো এ কারণেই গানটি আলোচনায় এসেছে।

ধুম ৪: চোরের ভূমিকায় শাহরুখ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা চার বছর বিরতির পর চলতি বছর তিন ধামাকা নিয়ে হাজির হয়েছেন শাহরুখ খান। বছর তিনি শুরু করেছিলেন পাঠান দিয়ে, মাঝে জওয়ান আর শেষে ডাংকি। এবার শোনা যাচ্ছে আরেক নতুন খবর। ধুম ৪ সিনেমায় নাকি চোর হিসেবে হাজির হচ্ছে শাহরুখ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন। শাহরুখ ভক্তরা দাবি করছেন, তাকে নাকি ধুম ৪ সিনেমাতে দেখা যাবে। বর্তমানে এক্স-এও (আগের টুইটার) ট্রেন্ডিংয়ে আছে এ আলোচনা। তবে কেউ আবার বলছেন, আরআরআর খ্যাত রাম চরণকে দেখা যেতে পারে ধুম ৪ সিনেমাতে। তবে আরেক দলের দাবি যশরাজ ফিল্মসের নাকি এই ছবিটি নিয়ে কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে শাহরুখের সঙ্গে। এর আগে শোনা গিয়েছিল, সালমান খানকে নাকি ধুম ৪ সিনেমার মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে।

রিচ জেমসের বদলে

ভালভার্দেকে চায় চেলসি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চেলসিতে খেলা ইংলিশ রাইট ব্যাক রিচ জেমসের দিকে নজর রাখছে লা লিগা জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। গত মৌসুম থেকে চেলসির অধিনায়ককে দলে নেওয়ার বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখছে লস ব্লাঙ্কোসরা। জানুয়ারির দলবদলের মৌসুমে না হোক আগামী মৌসুমের শুরুতে জেমসকে পাওয়া যায় কিনা সেটাও বুঝে-শুনে দেখছে রিয়াল বোর্ড। তবে চেলসি তাদের অধিনায়ককে ছাড়তে চায় কেবল এক শর্তে। ওই শর্ত হলো- রিয়াল মাদ্রিদকে দিতে হবে উরুগুয়ের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ফেদে ভালভার্দেকে। সংবাদ মাধ্যম ডিফেন্স সেন্ট্রাল এমনই দাবি করেছে। ফেদে ভালভার্দেকে রিয়াল মাদ্রিদ মাত্র ৪ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে কিনেছিল। তার বর্তমান বাজার মূল্য ১০০ মিলিয়ন ইউরো। চেলসি সুইপ ডিলে রিচ জেমসের সঙ্গে আরও ৫০ মিলিয়ন ইউরো নগদ অর্থ দিতেও নাকি রাজি। গত মৌসুমে ফেদে ভালভার্দেকে কিনতে মুখিয়ে ছিল লিভারপুল। তবে রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়ে দিয়েছিল, ভালভার্দে বিক্রির জন্য নয়। তবে জুড বেলিংহ্যাম লস ব্লাঙ্কোস শিবিরে আসায় রিয়ালের মিডফিল্ডে অনেক খেলোয়াড় হয়ে গেছেন। ভালভার্দে, অঁরেলিন চুয়ামেনি ও এডওয়ার্ড কামাভিঙ্গার একজনকে বিক্রি করে দিতে পারে।

আনচেলত্তিকে চুক্তি

নবায়নের প্রস্তাব রিয়ালের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে কার্লো আনচেলত্তির চুক্তি আছে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত। ওই চুক্তি শেষে তিনি ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হবেন এমনটা শোনা যাচ্ছিল। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট এডনাল্ডো রদ্রিগুয়েজ জানিয়েছিলেন, কোপা আমেরিকা দিয়ে সেলেসাওদের ডাগ আউটে দাঁড়াবেন কার্লো। দুই পক্ষ চুক্তির ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন, মৌসুম শেষে শুধু ঘোষণার অপেক্ষা; এমন খবরও ব্রাজিলের দিক থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ওদিকে স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম খবর দিয়েছিল, রিয়াল ক্যাস্তেলার কোচ রাউল গঞ্জালেস কিংবা বায়ার লেবারকুসেনে দুর্দান্ত কাজ করা জাভি আলোনসো হতে পারেন রিয়ালের পরবর্তী কোচ। পুরনো ওই সব খবরে আপাতত জল ঢেলেছে স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম এএস। তাদের দাবি, চলতি মৌসুমের প্রথমার্ধে কার্লোর পারফরম্যান্সে রিয়াল মাদ্রিদের বোর্ড খুবই খুশি। সেজন্য ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত তার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে চায় লস ব্লাঙ্কোসরা। রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে আছে। তাদের সঙ্গে শিরোপা লড়াইয়ে আছে চমক দেওয়া জিরোনা। গ্রুপ পর্বে দুর্দান্ত খেলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় গেছে তারা। সেটাও দলটির নিয়মিত গোলরক্ষক থিবো কর্তুয়া, ডিফেন্ডার এদের মিলিতাওকে ছাড়া। এছাড়া ভিনিসিয়াস মৌসুমের অর্ধেক সময়ে দু'বার ইনজুরিতে মাঠের বাইরে আছেন। দু'বার ইনজুরিতে পড়েছেন ডেভিড আলাবা। এসব সামলেও রিয়ালের ভালো ফুটবল খেলাকে সাফল্য হিসেবে দেখছে রিয়াল মাদ্রিদ বোর্ড। যে কারণে তাকে আরও এক মৌসুমের চুক্তি দিতে চায় লা লিগার ক্লাবটি। ইতালিয়ান বস শীতকালীন ছুটি কাটিয়ে তার রিয়াল মাদ্রিদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন। তিনি রিয়ালে থেকে গেলে চিন্তা বাড়বে ব্রাজিল শিবিরে। কারণ কার্লো ছাড়া তাদের গুড বুকে নেই তেমন ভালো কোন কোচ। অন্তবর্তীকালীন কোচ ফার্নান্দো দিনেজও ভরসা হারিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন।

সহসা অবসরের ভাবনা নেই,

রোনালদোর লক্ষ্য এবার '২৫০' ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথপোকথন কিছুদিন আগের, তখনও পর্তুগালের হয়ে ২০০ ম্যাচ খেলা হয়নি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর। এরই মধ্যে দুইশ'র মাইলফলক তিনি পেরিয়ে গেছেন, কিন্তু বয়স ৩৮ বলে প্রশ্নটা প্রায়ই ওঠে-কবে বুটজোড়া তুলে রাখবেন রোনালদো? পর্তুগাল কোচ রবের্তো মার্তিনেস অবশ্য অতীতের সেই আলাপচারিতার প্রসঙ্গ টেনে জানালেন, সহসা অবসরের ভাবনা নেই রোনালদোর!

এই বয়সেও সেই একই ক্ষুধা নিয়ে ছুটছেন রোনালদো। একের পর এক গোল করছেন; দলকে এনে দিচ্ছেন জয়ের স্বাদ। এ বছরই যেমন রেয়াল মাদ্রিদের এই সাবেক তারকা শেষ করতে যাচ্ছেন ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে পুরুষ ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল করে; বর্তমানে তার গোল সংখ্যা ৫৩টি!

পর্তুগালের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড রোনালদোরই, কিন্তু ২৫০-এর বৃত্ত পূরণ করতে হলে তাকে খেলতে হবে আরও ৪৫টি ম্যাচ। যা সহজ কথা নয় মোটেও। কিন্তু কঠিন পথ পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছুনোর প্রবল তাড়নাও আছে এই ফরোয়ার্ডের মধ্যে। অতীতের আলাপচারিতার প্রসঙ্গ ধরে ফ্রেডি লুজেনবার্গকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পর্তুগাল কোচ জানালেন রোনালদোর ভবিষ্যৎ ভাবনা।

ফ্রেডি লুজেনবার্গ বলেন, সে (তখন) জাতীয় দলের হয়ে ২০০ ম্যাচ খেলার খুব কাছাকাছি ছিল; এটা এমন কিছু, যেটা অতীতে কেউ অর্জন করেনি। অবশ্যই আমাদের আলোচনা ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু সেই আলোচনার একটা বিষয় আমি প্রকাশ করতে পারি, যেটা সে বলেছিল আমাকে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ২০০ ম্যাচের মাইলফলকে পৌঁছানো নিয়ে তার আগ্রহ আছে কি না... এবং সে আমাকে বলল- ২৫০ ম্যাচ নিয়ে আগ্রহী আমি।"

মানেটাও পরিষ্কার, ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার ভাবনা এখনও ভালোভাবেই মাথায় আছে রোনালদোর। যদিও পথটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।

দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও

ম্যানইউর রুদ্ধশ্বাস জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে প্রথমার্ধে দুই গোলে পিছিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

২৬ ডিসেম্বর ওল্ড ট্রাফোর্ডে রেড ডেভিলদের ৩-২ গোলের জয় এনে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন আলেহান্দ্রো গারনাচো।

ম্যাচের প্রথমার্ধে দাপট নিয়ে লড়ে উনাই এমেরির শিষ্যরা। ম্যাচের ২১তম মিনিটে জে ম্যাকগিন ও ২৬তম মিনিটে এল ডেন্ডনকার গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় অ্যাস্টন ভিলা।

এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠে রেড ডেভিলসরা। ম্যাচের ৫৯ ও ৭১তম মিনিটে জোড়া গোল করে ম্যান ইউকে সমতায় আনেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আলেজান্দ্রো গারনাচো।

ম্যাচের ৮২তম মিনিটে ডেনমার্কের তরুণ স্ট্রাইকার রাসমাস হয়লুনের গোল জয় নিশ্চিত করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

এই জয়ে ১৯ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয় নম্বরে ম্যানইউ। সমান ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে অ্যাস্টন ভিলা। অন্যদিকে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিল টপার লিভারপুল।

নিজের বিদায়ী টেস্টে

দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্বে এলগার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সেঞ্চুরিয়নে পাওয়া চোটে ওয়ান্ডারার্স টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন টেম্বা বাভুমা। তার অনুপস্থিতিতে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন ডিন এলগার। ভারতকে মাত্র তিন দিনেই হারিয়ে দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ কনরাড শুক্রি। ম্যাচের প্রথম দিনের প্রথম সেশনেই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান বাভুমা। বিশতম ওভারে মার্কো ইয়ানসেনের বলে ভিরাট কোহলির দারুণ একটি ড্রাইভ অনেকটা পথ দৌড়ে ঠেকান প্রোটিয়া অধিনায়ক। এই প্রক্রিয়ায় তিনি টান অনুভব করেন পেশিতে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে সহায়তায় মাঠ ছেড়ে যান বাভুমা। ম্যাচের বাকি অংশে দলকে নেতৃত্ব দেন এই সিরিজ দিয়েই টেস্ট ছাড়ার ঘোষণা দেওয়া এলগার। ম্যাচ শেষে নিয়মিত অধিনায়কের ছিটকে যাওয়ার খবর দেওয়ার পাশাপাশি বদলি ক্রিকেটারের নামও জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ। তিনি বলেন, শারীরিকভাবে টেম্বা খুব ভালো অবস্থায় নেই। যেকোনোভাবে ব্যাটিংয়ের জন্য সে প্রস্তুত ছিল। আমরা তার অবস্থা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেছি।"

তিনি আরও বলেন, কিছু বিষয় থাকে ট্যাকটিক্যাল। সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা মনে হয়েছে আমাদের। ঝুঁকি ছিল তার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। দুই সপ্তাহ সময়ের মধ্যে তাকে আবার দেখা হবে। নিশ্চিতভাবেই সে কেপ টাউনে খেলতে পারবে না। জুবায়ের হামজা যোগ দেবে দলে।

বাভুমার চোট একরকম আশীর্বাদ হয়েই এসেছে এলগারের জন্য। আগেই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, কেপটাউনে ওয়ান্ডারার্স টেস্ট দিয়েই ছেড়ে দেবেন এই সংস্করণ। সেই ম্যাচে এবার পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্ব। আগেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এলগার। ২০১৭ থেকে চলতি বছরের শুরুর সময় পর্যন্ত তার নেতৃত্বে ১৭ টেস্ট খেলে ৯টিতে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার ক্যারিয়ারের ইতি টানার ম্যাচে আরও একবার ব্লেজার গায়ে টস করতে নামবেন বাঁহাতি ওপেনার।

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে সেরা চারে ম্যানসিটি,

জিতলো চেলসিও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধে পিছিয়েই ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে স্বরূপে ফিরলো পেপ গার্দিওলার দল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তুলে নিলো দারুণ এক জয়।

গুডিসন পার্কে বুধবার রাতে এভারটনের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে ম্যানসিটি। দাপুটে জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারে উঠে এসেছে লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

প্রথমার্ধেও দাপট ছিল ম্যানসিটির। তবে স্রোতের বিপরীতে তারা গোল হজম করে বসে ২৯ মিনিটে। বাঁ দিক থেকে ম্যাকনিলের পাস ছয় গজ বক্সের মুখে পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার জ্যাক হ্যারিসন।

পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় সিটি। ৫৩ মিনিটে দর্শনীয় গোলে সমতা টানেন ফিল ফোডেন। সিলভার পাস পেয়ে অনেক দূর থেকে বুলেট গতির কোনাকুনি শটে কাছের পোস্ট ঘেঁষে বল জালে পাঠান ইংলিশ মিডফিল্ডার।

এর মিনিট দশেকের মাথায় বল এভারটন মিডফিল্ডার আমাদু ওনানার হাতে লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিকে সিটিকে এগিয়ে নেন আলভারেজ।

নিজেদের ভুলে ৮৬তম মিনিটে তৃতীয় গোলটি হজম করে এভারটন। ডিফেন্ডার ব্রানথোয়েটের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে কোনাকুনি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার সিলভা।

দিনের অপর ম্যাচে জয় পেয়েছে মৌসুমের শুরু থেকে ভুগতে থাকা চেলসি। স্টামফোর্ড ব্রিজে ক্রিস্টাল প্যালেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বরে উঠেছে তারা।

১৩ মিনিটে চেলসিকে এগিয়ে দেন মাইখাইলো মুদ্রিক। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে মাইকেল ওলিসে সমতা ফেরান প্যালেসকে। তবে ম্যাচের শেষদিকে ৮৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে চেলসির জয় নিশ্চিত করে দেন ননি মাদুয়েকে।

মেসিকে টপকে 'বর্ষসেরা' হালান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালটা মোটামুটি খারাপ কাটেনি লিওনেল মেসির। জিতেছেন ফ্রেঞ্চ লিগ শিরোপা, নতুন ক্লাব ইন্টার মায়ামিতেও শিরোপার দেখা পেয়েছেন। সবশেষ হাতে তুলেছেন ব্যালন ডি'অরও।

তবে এবার তাকে টপকে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের (আইএফএফএইচএস) বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন আরলিং হালান্ড।

২৬ ডিসেম্বর প্রকাশ করা আইএফএফএইচএসের ২০২৩ সালের সেরা ফুটবলারের চূড়ান্ত তালিকায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসি হয়েছেন তৃতীয়। মেসি ও ফ্রান্সের তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে টপকে বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছেন হালান্ড।

হালান্ড ব্যালন ডি'অরেও মেসির শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই পুরস্কার হাতে তুলতে পারেননি। এবার আইএফএফএইচএস বর্ষসেরা হয়ে কিছুটা হলেও আক্ষেপ ঘুচবে তার। প্রথম নরওয়েজীয় ও ম্যানসিটি খেলোয়াড় হিসেবে এই স্বীকৃতি পেলেন হালান্ড।

এ বছর ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচে করেছেন ৫০ গোল। এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারতো। বছরের শেষভাগে এসে চোটে পড়েন এই ফরোয়ার্ড।

চূড়ান্ত ভোটের পর হালান্ডের পয়েন্টের ধারেকাছেও নেই এমবাপ্পে ও মেসি। হালান্ড পেয়েছেন ২০৮ পয়েন্ট। এমবাপ্পে ১০৫ ও মেসি পেয়েছেন ৮৫ পয়েন্ট। এ বছর সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে (৫৩ গোল) উঠে এলেও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশ্য সেরা দশে জায়গা পাননি।

এদিকে সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন ম্যানসিটিতে খেলা ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এডারসন। দ্বিতীয় ব্রাজিলিয়ান হিসেবে এ পুরস্কার জিতলেন এডারসন।

এছাড়া আইএফএফএইচএস বর্ষসেরা নারী ফুটবলার হয়েছেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতি। এ বছর মেয়েদের উয়েফা বর্ষসেরা ও ব্যালন ডি'অরও জিতেছেন বার্সেলোনার এই ফুটবলার। এ ছাড়া আইএফএফএইচএসের সেরা নারী গোলরক্ষক হয়েছেন ইংল্যান্ডের মেরি ইয়ার্পস।

নিউক্যাসলকে ধসিয়ে দিলো নটিংহাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পরাজয়ের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না দ্য ম্যাগপাইরা। এবার ঘরের মাঠে বক্সিং ডে ম্যাচে নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে ৩-১ গোল বিধ্বস্ত হয়েছে নিউক্যাসল। এদিন ফরেস্টের হয়ে নিউজিল্যান্ডের ফরোয়ার্ড ক্রিস উড হ্যাটট্রিক করেছেন।

২৬ ডিসেম্বর সেন্ট জেমস পার্কে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে নটিংহ্যাম। তবে শেষ পর্যন্ত দুর্দান্ত কামব্যাকে সাত নম্বরে থাকা নিউক্যাসলের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে রেলিগেশন জোনে থাকা দলটি।

ম্যাচের ২৩তম মিনিটেই লিড নেয় নিউক্যাসল। পেনাল্টি থেকে দলকে লিড এনে দেন স্ট্রাইকার অ্যালেক্সজান্ডার ইসাক। তবে প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমেই সমতায় ফেরে নটিংহাম। লক্ষ্যভেদ করেন কাউলি উডরো।

বিরতি থেকে ফিরে লিড নেয় নটিংহাম। ম্যাচের ৫৩তম মিনিটে আবারও গোল করেন উডরো।

ম্যাচের ৬০তম মিনিটে গোল করে দলের জয় নিশ্চিতের পাশাপাশি নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন উডরো। এরপর নিউক্যাসল আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR